পুরানো সেই দিনের কথা

—মঞ্জরী চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন আগের কথা। তা সেই ১৯৭৪ সালের কথা। আমরা তখনও দার্জিলিং জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামেই থাকি। অনেকদিন হয়ে গেল কোথাও যাওয়াও হয়নি। মাঝে মাঝেই আমার সিনিয়র ল'ইয়ার শ্রী লেনিন রায়ের বলা কথাগুলো—''সারাদিন ঐ জানলার কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে না থেকে মাঝে মাঝে ঘুরেও তো আসতে পারো''—আমায় খুঁচিয়ে তোলে।

বছর পার হতে চলল বিজনবাড়ী গিয়েছিলাম। এখন শীতকাল, বরফ পড়া দেখলাম। ভাবছি এসময় কোথাও যেতে পারলে মন্দ হয় না।

হঠাৎ-ই ঠিক হল সাহেব রিমবিক যাবে। আমিও বায়না ধরলাম। রিমবিক জায়গাটা আমাদের জায়গাটা থেকে বড় এবং বর্ধিষ্ণু। ওখানে একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। জায়গাটা আমাদের এখান থেকে দূরে আছে। যাতায়াতের বাহন রোড-কনট্রাকটারের গাড়ি—ওরা রসদ নিয়ে রিমবিক যায় আবার ফিরে আসে।

যাওয়ার দিন সকাল সকালই গাড়ি এসে গেলো—আমরাও তৈরি ছিলাম—আমরা বলতে সাহেবের এক বন্ধু হঠাৎই এসেছে—আমাদের কাছে বেড়াতে, সাহেবের এক সহকর্মী আর আমি। রওয়ানা হলাম।

রাস্তাটা মোটামুটি চড়াই কিন্তু খানিকবাদেই আরম্ভ হল উৎরাই—পুরোটাই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, দেখতে দেখতে যাচ্ছি আর মনে মনে লেনিনদা ওয়াশিংটনদাকে ডাকছি।

হঠাৎই ভালো লাগার ঘোর কাটলো। কাদায় গাড়ির চাকা ফেঁসে গেছে। কাদাটা তৈরি হয়েছে বরফ গলে—গাড়ীর চলাচল তো আর বন্ধ থাকেনি! বরফ আর গাড়ীর চাকার ঘর্ষণই কাদা সৃষ্টি হওয়ার কারণ। অনেক চেষ্টা করেও কাদা থেকে গাড়ি বার করা গেল না। প্রথমে সাহেবরা রাস্তায় নেমে দাঁড়ালো। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও গাড়ি কাদা থেকে তোলা গেল না। পরে ওদের তিনজনকে বনেটে বসিয়ে চেষ্টা করতে করতে পেছনের চাকা কাদা থেকে উঠল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাত্রা আবার শুরু হল। কাদা আর পাইনি ঠিক কথা কিন্তু রাস্তার টার্নগুলো এত Steep যে গাড়ি কিছুতেই একেবারে টার্ন নিয়ে ওপরে উঠছে না। এগিয়ে পিছিয়ে এগিয়ে গাড়ি চলতে লাগলো। একটা সময় ঐ পাহাড় থেকে গাড়ি নামতে আরম্ভ করলো। জানতে পারলাম ঐ পাহাড় থেকে নেমে, নদী পার হয়ে আর একটা পাহাড়ে উঠতে হবে।

কপাল! সে যাবে কোথায়? মাঝরাস্তায় গাড়ি গেল বিগড়ে। ড্রাইভার দাদার কথায় গাড়ি যতক্ষণ সারানো হচ্ছে ততক্ষণ আমরা এখানেই অপেক্ষা করতে পারি অথবা হেঁটে এগিয়েও যেতে পারি। রাস্তা তো একটাই! গাড়ি ঠিক হয়ে গেলে ও আমাদের তুলে নেবে। ওকে রিমবিক যেতেই হবে, ও তো কুলিদের রসদ নিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তা দেখা যাচ্ছে ঘুরে ঘুরে নিচে নামছে—দেখে তো মনে হচ্ছে ভালোই। বসে থেকে বোর হওয়া কেন? আমরা হাঁটা শুরু করলাম—দূরত্ব কমানোর জন্য পাকদণ্ডী দিয়েও হাঁটা শুরু হল। কিন্তু তার মাঝে মধ্যে খানা খন্দও তো আছে! সমস্যা তো আমাকে নিয়ে—একে শাড়ি পরা তায় পায়ে স্ট্র্যাপওলা চটি। কাজেই সেগুলো পেরোনোর সময় একজন খাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়ালো আমি যাতে সাইডটা দেখতে না পাই—আর একজন হাত ধরে টেনে—আমাকে লাফাতেও হলো—পার করালো। এইভাবে দুটো জায়গা পার হতে হলো—বাকি রাস্তা প্রায় শেষ। এর পরে নিচের রাস্তায় ব্রিজের কাছাকাছি নামবো।

ওই নদীটা পার হয়ে আমাদের আরেকটা পাহাড়ে উঠতে হবে। উৎসাহ নতুন করে পাওয়া গেল—কারণ অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে গেছি। সাহেব সবার আগে। এক জায়গায় এসে সাহেব সবাইকে থামতে বললো। কারণ পাহাড় হঠাৎ শেষ—আর যাওয়ার রাস্তা নেই। নিচে যাওয়ার জন্য হয় একতলা সমান উঁচু থেকে লাফাতে হবে নয়তো ঘুরে ওপরে গিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে নিচে নেমে ব্রিজের কাছে আসা— সে তো অনেক রাস্তা! লাফিয়ে নামাই ঠিক হলো। আমাকে অবশ্য নিচের থেকে লুফে নিয়েই রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হলো।

এবার একটা কথা বলে রাখি। পাকদণ্ডী ধরে হাঁটা আরম্ভ করেছি থেকেই—লেনিনদা, ওয়াশিংটনদাকে বিড় বিড় করে ডেকে যাচ্ছি কারণ ভয় তো লাগছে! আবার চিৎকার করে ডাকতেও তো লজ্জা করছে! তবে ওরা নিঃসন্দেহে আমার ঐ বিড় বিড় করা ডাকই শুনেছিলেন।

নদী পার হয়ে চলা শুরু এবার আমাদের আর একটা পাহাড়ে চড়তে হবে। কিন্তু কোথায় গাড়ি! তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

এবার একটা রাস্তাই—এঁকে বেঁকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে যাচ্ছে বটে কোন চোরবাটো বা পাকদণ্ডী-র কথাই নেই। আস্তে আস্তে এঁকে বেঁকে রাস্তা পাহাড়ে উঠছে।

আমি সবার পেছনে—বাকীদের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছি না—ফলে যত সময় যাচ্ছে ওদের সঙ্গে আমার দূরত্ব বাড়ছে। এবার উল্টো দিক থেকে যাকেই আসতে দেখছি তাকেই জিজ্ঞেস করছি রিমবিক কত দূরে। উত্তর হচ্ছে, ''সামনের বাঁকটা পেরিয়ে একটা 'মানে' দেখতে পাবে তারপরই রিমবিক। (কবরের উপরে পতাকা থাকে—একেই 'মানে' বলে)।''

কত 'মানে' যে পেরিয়ে এলাম কোথায় রিমবিক! হঠাৎ খেয়াল হল সঙ্গীরা তো অনেক এগিয়ে—শিখিয়ে দিচ্ছে না তো! এবার চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম—একটাই রাস্তা হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। অনেকটা রাস্তা পেরোনোর পর দেখতে পেলাম—একটা ঝরণার কাছে আমার সাহেবরা বিশ্রাম করছে—ওরা আমাকেও ডাকলো—কিন্তু তখন আমার মাথায় ছোটবেলার পড়া ''slow but steady win the race'' ঘুরছে—কিছু না বলেই হাঁটতে লাগলাম। ওরাও চলা শুরু করলো। রাস্তা একটা সময় শেষ হল। রিমবিক পৌঁছলাম। ওরা কাজটাজ শেষ করার পরে আমাদের খাওয়া দাওয়াও হলো। এবার ফেরার পালা।

স্ট্যান্ডের দিকে রওয়ানা দিলাম। কথা নেই বার্তা নেই আরম্ভ হল প্রচণ্ড বৃষ্টি। একটা বাড়ির বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম। আমাদের মধ্যে একজন খবর নিয়ে এলো আমাদের গাড়ি এখনও পৌঁছয়নি বাকিরা রওয়ানা হয়ে গেছে। কাজেই আজকে যাওয়া যাবে না।

ঠিক হলো রিমবিকের রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করে একটা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর ওখানে যাওয়ার হদিশ নিয়ে আমরা রওয়ানা হলাম। হঠাৎ নামলো বৃষ্টি। দৌড়ে গিয়ে একটা বাড়ির বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি থামার পর আমরা রওয়ানা হবো এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে একটা বাচ্চা বেরিয়ে এসে আমাকে একটা ছাতা দিলো। বড় ছাতা—বৃষ্টিতে যেমন কাজ দেবে তেমনই পাহাড়ী রাস্তায় লাঠির কাজও দেবে।

হাঁটতে শুরু করলাম। সূর্য্যের পাটে বসার আয়োজন সারা। একদিকে সন্ধের অন্ধকার, কুয়াশাও ঘন হয়েছে অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে ঠাণ্ডা বাড়ছে। আমার কোটটা গায়ে দিলাম। ওটার কলারটা ফারের আর তুলে দিলে মাথাটাও ঢেকে যায়। ওটাও যে বিপদ ডেকে আনতে পারে তা একবারও মাথায় আসেনি।

রেঞ্জারের বাড়ি যাওয়ার রাস্তা অন্ধকারে গুলিয়ে ফেললাম। অদূরে একটা বাড়ির জানালা খোলা আছে দেখে আমাদের মধ্যে একজন 'দাজু দাজু' বলে ডাকতে আরম্ভ করল। খানিকবাদে জানালার কাছে কারও মুখও দেখা দিল কিন্তু 'ভালু ভালু' বলে প্রায় আর্তনাদ করে জানলাটাও বন্ধ করে দিল।

এ অবস্থায় আমাদের বাঁচিয়ে দিল একটি শ্রমিক দল—ওরা কাজ শেষে ফিরছিলো। ওদের কথায় বুঝলাম যত নষ্টের গোড়া আমার কোটের ওই ফারের কলার। ওটার জন্যই ভালু বলে আতঙ্কিত চিৎকার, ওরা রাস্তা দেখিয়ে দিল Forest Guard-এর বাড়ির। ওখানে পৌঁছানোর আগেই আরম্ভ হল প্রচণ্ড বৃষ্টি। এর মধ্যে আক্ষরিক অর্থে হাঁতড়ে হাঁতড়ে ওর বাড়ি পৌঁছুলাম। কিন্তু ও জানালো রেঞ্জার ''আজই বাড়ি গেছেন তবে বিট অফিসার আছেন চাইলে ওখানে পৌঁছে দিতে পারি। আমরা তাতেই রাজি হলাম। আমার অবস্থা—একে কোটটা এখন ভারি লাগছে, বৃষ্টির জলে চশমার কাঁচ আবছা—প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তার ওপর একটা কাটা জায়গা পার হতে হবে। সেই পুরনো কায়দা—একজন খাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়ালো আর একজন টেনে পার করালো। আমার পরে মনে হল, খাদ আড়াল করে যে দাঁড়ালো সে বিনা কারণে ঝুঁকি নিল। চশমার কাঁচ তো বৃষ্টির জলে ঝাপসা—আমি তো অন্ধের মতো চলছি!

শেষ পর্যন্ত আমরা বিট অফিসারের বাড়ি পৌঁছুলাম। এগোতে লাগলাম। আমরা বিট অফিসারের বাড়িই চললাম। ভদ্রলোক সবাইকে জামাকাপড় দিয়ে ভেজাগুলো আগুনের সামনে ঝোলালেন। খুব কাঁচুমাচু মুখে আমাকে জানালেন—উনি তখনও বিয়ে করেননি। আমাকে ধুতি দিতে পারেন। ওঁকে দেখালাম আমার কোটের দৌলতে আমার শাড়ির পাড় ছাড়া আর কিছু ভেজেনি।

যথারীতি চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়েছিলো ব্লেড দিয়ে দুটোরই স্ট্র্যাপ কেটে সেগুলো ব্যাগে ঢোকালাম, সকালের খাওয়া সেরে নীচে স্ট্যান্ডে এসে দেখলাম গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। গাড়ি সারিয়ে আসতে আসতে ও সন্ধে হয়ে গিয়েছিল।

ছাতাটার দায়িত্ব বিট অফিসারকে দিয়ে এসেছিলাম। সন্ধের সময় একটা গাড়ি জানিয়ে গেল—ছাতার মালিক খবর দিয়েছে—বিট অফিসার লোক দিয়ে ওঁর ছাতা পৌঁছে দিয়েছেন।

এখনও এই অতি পরিণত বয়সেও অমলিন রয়েছে পুরনো দিনের স্মৃতি—তার জন্য প্রণতি জানাই আমার গুরুদেবকে—জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেন বলে যেতে পারি সুন্দর দিনের কথা—সুন্দর এর অর্থই তো তিনি—পরমেশ্বর।